''নিজের এবং সেবার তীব্রগতিতে পরিবর্তনের গূহ্য রহস্য''

আজ সকল বাচ্চাদের স্নেহী মাতা-পিতা তাঁদের স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের আন্তরিক আওয়াজ আর স্নেহের অমূল্য মুক্তোর মালা গুলিকে দেখতে দেখতে বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্নে বিশেষ বরদান দিচ্ছেন - "সদা সমীপ ভব, সমান সমর্থ ভব, সদা সম্পন্ন সন্তুষ্ট ভব"। তোমাদের মনে সংকল্প ওঠার সাথে সাথেই, তোমাদের সকলের হৃদয়ের স্নেহ অতি তীব্র গতিতে বাপদাদার কাছে এসে পৌঁছে যায়। চতুর্দিকের দেশ বিদেশের বাচ্চারা আজ ভালবাসার সাগরে লাভলীন রয়েছে। বাপদাদা, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মা মা বাচ্চাদেরকে স্নেহে লাভলীন দেখে নিজেও বাচ্চাদের লভে, স্নেহে সমায়িত হয়ে আছেন। বাচ্চারা জানে যে, ব্রহ্মা মায়ের বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ ছিল আর এখনও আছেও। লালন পালনকারী মা'এর স্বতঃতই বিশেষ স্নেহ থাকে। তো আজ ব্রহ্মা মা এক একটি বাচ্চাকে দেখে হর্ষিত হচ্ছিলেন যে, বাচ্চাদের মনে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে, নয়নে মাতা-পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। সব বাচ্চারা 'এক বল এক ভরসা'র দ্বারা এগ্রচালিত হচ্ছে। যদি কোথাও থেমেও পড়ে, তখন মাতা-পিতার স্নেহ পুনরায় তাকে সমর্থ বানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজ মাতা-পিতা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গীত গাইছিলেন। কেননা আজকের দিন হল বিশেষ ভাবে সূর্য, চন্দ্রের ব্যাকবোন হয়ে তারাদেরকে বিশ্বের আকাশে প্রত্যক্ষ করাবার দিন। যেমন যজ্ঞের স্থাপনার আদিতে ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের সামনে নিজের সব কিছু সমর্পিত করেছিলেন অর্থাৎ 'উইল' করেছিলেন। সেইভাবে আজকের এই দিবসে ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদেরকে সর্ব শক্তি গুলির উইল করেছিলেন অর্থাৎ উইল পাওয়ার্স দিয়েছিলেন। আজকের দিনে নয়নের দ্বারা আর সংকল্পের দ্বারা বাচ্চাদেরকে বিশেষ 'সন শোজ ফাদার' এর বিশেষ সওগাত দিয়েছেন। আজকের দিবসে বাবা প্রত্যক্ষ ভাবে সাকার রূপে করাবনহার এর পার্ট প্লে করবার প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়েছেন। ব্রহ্মা বাবাও আজকের দিনে প্রত্যক্ষ রূপে করাবনহার বাবার সাথী হয়েছিলেন, করনহার নিমিত্ত বাচ্চাদেরকে বানিয়েছিলেন আর মাতা-পিতা করাবনহার হয়ে সাথী হয়েছিলেন। আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবা তাঁর সেবার রীতি আর গতিকে পরিবর্তন করেছিলেন। আজকের দিবসে বিশেষতঃ ব্রহ্মা বাবা সূক্ষ্ম ফরিস্তা স্বরূপ ধারণ করে উচ্চ বতনবাসী, সূক্ষ্ম বতন নিবাসী হলেন, কীসের জন্য ? বাচ্চাদেরকে তীব্রগতিতে উচ্চ থেকে আরও উচ্চতায় ওঠানোর জন্য। বাচ্চাদেরকে ফরিস্তা রূপের দ্বারা ওড়ানোর জন্য। এতখানি শ্রেষ্ঠ মহত্বের দিন হল এটা। কেবল স্নেহের দিবস নয় বরং বিশ্বের আত্মাদের, ব্রাহ্মণ আত্মাদের এবং সেবার গতি পরিবর্তন ড্রামাতে নির্ধারিত ছিল, যা কিনা বাচ্চারাও দেখছে। বিশ্বের আত্মাদের প্রতি বাবা বুদ্ধিমানদেরও বুদ্ধি হয়েছেন। বুদ্ধির পরিবর্তন হল, তারা সম্পর্কে এসে সহযোগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ আত্মাদেরও শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা তীব্রগতিতে বৃদ্ধি হল। সেবা'র প্রতি 'সন শোজ ফাদার' এর গিফ্টের দ্বারা বিহঙ্গ মার্গের সেবার সূচনা হল। এই গিফ্ট সেবার ক্ষেত্রে লিফ্ট হয়ে গেল। পরিবর্তন হল না ? এখন যত দিন যাবে সেবাতে আরও পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে।

এখনও পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা তন এবং মনের পরিশ্রমের দ্বারা প্রোগ্রাম বানিয়ে যাচ্ছো, স্টেজ প্রস্তুত করছো, নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপাচ্ছো, কোনও কোনও ভি. আই. পি. কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছো, রেডিও, টেলিভিশনের লোকেদেরকেও সহযোগী বানিয়ে যাচ্ছো, এর পিছনে ধনও নিয়োজিত করছো। কিন্তু পরে গিয়ে তোমরা নিজেরাই ভি. আই. পি. হয়ে যাবে। তোমাদের থেকে বড় আর কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তৈরী হয়ে থাকা স্টেজে অন্যরা তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ পাঠাবে। নিজেদের তন - মন - ধনকে সেবায় দেওয়ার জন্য নিজেরাই অফার করবে, তোমাদেরকে অনুরোধ করবে। পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে না, তারা রিক্যুয়েস্ট করবে তাদের কাছে যাওয়ার জন্য। তখনই প্রত্যক্ষতার আওয়াজ জোরালো হবে আর সকলের অ্যাটেনশন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দ্বারা বাবার দিকেই যাবে। বর্তমানের এই সময় বেশী সময় ধরে চলবে না। সকলের নজর বলে বাবার দিকে যাওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষতা হওয়ার আর তখন চারিদিক থেকে জয়জয়কারের ঘন্টা ধ্বনি বাজবে। ড্রামার এই সূক্ষ্ম রহস্য তৈরী হয়েই রয়েছে। প্রত্যক্ষতার পরে অনেক আত্মারা অনুতাপ করতে থাকবে। আর বাচ্চাদের অনুশোচনা হচ্ছে দেখে বাবার সেটা একেবারেই তখন ভালো লাগবে না। সেইজন্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মাদের উচ্চ স্টেজ সদাকালের জন্য নির্মিত হচ্ছে। তোমাদের উচ্চ স্টেজ সেবার স্টেজের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসবে। আর বেহদের বিশ্বের স্টেজে জয় জয়কারের পার্ট প্লে করবে। শুনলে, সেবার পরিবর্তন!

ড্রামাতে বাবার অব্যক্ত হওয়ার গুপ্ত রহস্য নিহিত রয়েছে । অনেক বাচ্চারা ভেবে থাকে - ব্রহ্মা বাবা যাওয়ার আগে আমাদেরকে একবার বলে তো যেতে পারতেন। তোমরা কী তাহলে যেতে দিতে ? দিতে না, না ? তাহলে বলবান হল কে ? যদি বিদায় নিতেন তবে 'কর্মাতীত' হতে পারতেন না। কেননা ব্লাড কানেকশন এর থেকে আত্মিক কানেকশন পদমগুণ বেশী হয়ে থাকে। ব্রহ্মাকে তো কর্মাতীত হতে হত। নাকি স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে থাকার ছিল ? ব্রহ্মা বাবাও বলেন - আমাকে কর্মাতীত বানানোর জন্য ড্রামা বেঁধে রেখেছিল। আর কত সময় ধরে সেও বা নিজেকে এখানে বেঁধে রাখবে ! সে যদি আরও বেশী সময় থাকে তাহলে তখন আবার অন্য পার্ট শুরু হয়ে যেত। সেইজন্য ঘড়ির খেলা ওখানেই ইতি হল। বাচ্চাদেরকেও বুঝতে দেওয়া হয়নি, বাবাকে বুঝতে দেওয়া হয়নি। একেই বলা হয় - বাঃ ড্রামা বাঃ ! এই রকমই তো না ? যখন 'বাঃ ড্রামা বাঃ' তখন আর কোনো সংকল্প উঠতে পারে না। ফুল স্টপ লাগিয়ে দিয়েছ তো ? নাহলে হয়ত বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করতে পারত যে এ'সব কী হচ্ছে ? কিন্তু বাবাও চুপ, বাচ্চারাও চুপ ছিল। একে বলা হয় - ড্রামার ফুল স্টপ। সেই মুহূর্তে তো ফুলস্টপই তো লাগল না ? পরে যদিও অনেক অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তো হয়নি। তো 'বাঃ ড্রামা বাঃ' বলা হবে তাই না !' 'বাবা বাবা' পরে ডেকে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু আগে তো ডাকেনি। এই ড্রামার বৈচিত্র নির্ধারিতই ছিল আর হওয়ারও। পরিবর্তনশীল ড্রামা পার্টকেও পরিবর্তন করে দেয় ।

মেজরিটি টিচাররা তোমরা হলে অব্যক্ত রচনা । সাকার পালনা নেওয়া টিচার সংখ্যায় খুব অল্পই। ফার্স্ট গতিতে জন্ম হয়েছে তোমাদের। কেননা সংকল্পের গতি হল সব থেকে তীব্র । আদি রত্ন হল মুখ্য বংশাবলী আর তোমরা হলে সংকল্পের বংশাবলী। সেইজন্য ব্রহ্মার দুটি রচনার গায়ন রয়েছে - এক হল মুখ্য বংশাবলী, আরেক হল সংকল্পের দ্বারা সৃষ্টির রচনা করেন। রচনা তো ব্রহ্মারই, তবেই তো বলা হয় ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারী। শিবকুমারী তো বলা হয় না না ? ডবল ফরেনাররাও হল সংকল্পের রচনা । এই রকম তীব্র গতির দ্বারা সব টিচার্স অগ্রচালিত হচ্ছো। রচনাই যখন তীব্রগতির হবে, তবে পুরুষার্থও তীব্রগতিতে হওয়া চাই । সর্বদা এটাই চেক করো যে, সদা তীব্র পুরুষার্থী নাকি কখনো কখনো ? বুঝতে পেরেছ ? এখন 'কী', 'কেন'র গীতের সমাপ্তি করো। 'বাঃ বাঃ' এর গীত গাও। আচ্ছা !

চতুর্দিকের সর্ব স্নেহ আর শক্তি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার সাথে সাথে তীব্রগতির দ্বারা পরিবর্তনের সাথী সমীপ আত্মাদেরকে, সদা নিজের উড়তি কলার দ্বারা অন্য আত্মাদেরকেও উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নির্বন্ধন উড়ন্ত বিহঙ্গ আত্মাদেরকে, সদা 'সন শোজ ফাদারে'র গিফ্টের দ্বারা নিজের এবং সেবায় তীব্র গতির দ্বারা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, এইরকম সর্ব লভলীন বাচ্চাদেরকে এই মহত্বপূর্ণ দিনের মহত্বের সাথে সাথে মাতা-পিতার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

হুবলী জোনের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

সদা নিজেকে প্রতিটি কদমে পদম পদম উপার্জনকারী পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করো ? এই যে গায়ন রয়েছে যে - প্রতিটি কদমে পদ্ম... কাদের বিষয়ে প্রচলিত রয়েছে ? সারাদিন ধরে কতো পদ্ম জড়ো করে থাকো ? সঙ্গমযুগ হল অনেক বিশাল থেকেও বিশাল উপার্জন করবার সীজনের যুগ। তো সীজনের সময়ে কী করা হয়ে থাকে ? এতখানি অ্যাটেনশন রেখে থাকো ? সব সময় এটাই যেন স্মরণে থাকে যে, 'এখন নয় তো কখনোই নয় ।' যে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, সেটা আর কখনো ফিরে আসবে না। এক মুহূর্ত ব্যর্থ যাওয়া অর্থাৎ কতো কদম ব্যর্থ চলে গেল। পদম ব্যর্থ গেল ! সেইজন্য প্রতিটি মুহূর্তে এই স্লোগান যেন স্মরণে থাকে - 'যে সময়ের গুরুত্বকে জানে সে স্বতঃতই মহান হয়ে যায় ।' নিজেকেও জানতে হবে আর সময়কেও জানতে হবে। দুটোই হল বিশেষ । এই স্মৃতি দিবসে বিশেষতঃ সদা সমর্থ হওয়ার শ্রেষ্ঠ সংকল্প করেছো ? ব্যর্থ সংকল্প, বোল, সকল রূপ থেকে ব্যর্থকে সমাপ্ত করবার দিন। যখন নলেজ পেয়ে গেছো যে ব্যর্থ কী, সমর্থ কী - তাহলে নলেজফুল আত্মা কখনোই সমর্থকে ত্যাগ করে ব্যর্থের দিকে চলে যেতে পারে না। আর যত নিজে সমর্থ (শক্তিশালী) হবে, ততই অন্যদেরকে সমর্থ বানাতে পারবে। ৬৩ জন্ম নষ্ট করেছো আর সমর্থ হওয়ার জন্য এই এক জন্ম রয়েছে । তাই এই সময়কে তো ব্যর্থ করা উচিত নয় তাই না ? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নিজের দিনচর্যাকে চেক করো। এই রকম নয় যে কেবল রাত্রির চার্ট চেক করবে, বরং দিনের মাঝে মাঝেও চেক করো। বারে বারে চেক করলে তখন চেঞ্জ করতে পারবে। যদি কেবল রাতে চেক করো তবে যেসব ব্যর্থ গেল সে'সব ব্যর্থের খাতাতেই চলে যাবে। সেইজন্য বাপদাদা সারাদিনের মাঝে মাঝে ট্রাফিক কন্ট্রোলের টাইম ফিক্সড করিয়েছেন। ট্রাফিক কন্ট্রোল করো নাকি সারাদিন বিজি থাকো ? নিজের নিয়মকে ঠিক রাখতে হবে। টাইম যদি কিছুটা পরিবর্তনও হয়ে যায়, কিন্তু যদি অ্যাটেনশন থাকে তবে উপার্জন জমা হবে। সেই সময় যদি কোনো কাজ থাকে, তবে সেটা আধ ঘন্টা পরে করো, কিন্তু করা তো যায় । ঘড়ির আধারে চলবে কেন ? তোমার বুদ্ধিই হল ঘড়ি, দিব্য বুদ্ধির ঘড়িকে স্মরণ করো। যে বিষয়ের অভ্যাস তৈরী হয়ে

যায়, অভ্যাস এমন জিনিস যে, না চাইলেও নিজের দিকে টানবে। খারাপ অভ্যাস যদি টিকতে না দেয়, তার দিকে টানতে থাকে, তবে ভালো সংস্কার নিজের দিকে টানবে না কেন ? সুতরাং সদা চেক করো আর চেঞ্জ করো, তাহলে সদা কালের জন্য উপার্জন জমা হতে থাকবে। আচ্ছা !

২) সদা নিজেকে রূপ-বসন্ত অনুভব করো ? রূপ অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মাও আর যোগী আত্মাও। যে সময়ে চাও রূপ হয়ে যাও আর যে সময়ে চাও বসন্ত হয়ে যাও। সেইজন্য তোমাদের সকলের স্লোগান হল - "যোগী হও, পবিত্র হও অর্থাৎ জ্ঞানী হও" । অন্যদেরকে এই স্লোগান স্মরণ করিয়ে দাও তো না ! তো দুটি স্থিতিই সেকেন্ডে তৈরী হতে পারে। এই রকম যেন না হয় যে, হতে চাইছো রূপ আর স্মরণে আসছে জ্ঞানের কথা। সেকেন্ডেরও কম সময়ে যেন ফুলস্টপ লেগে যায়। এমন নয় যে ফুলস্টপ লাগালে এখন আর লাগল পাঁচ মিনিট পরে। একে পাওয়ারফুল ব্রেক বলা যাবে না। পাওয়ারফুল ব্রেক এর কাজ হল, যেখানে লাগাবে লাগবে। এক সেকেন্ডও যদি দেরীতে লাগে তবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ফুলস্টপ অর্থাৎ ব্রেক যেন পাওয়ারফুল হয়। যেখানে মন-বুদ্ধিকে যুক্ত করতে চাও সেখানে যুক্ত করে দাও। এই মন-বুদ্ধি-সংস্কার হল তোমরা আত্মাদের শক্তি। সেইজন্য সদা এই প্র্যাক্টিস করতে থাকো যে - যে সময়, যে বিধিতে মন-বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে চাও, সেখানে নিয়োজিত করতে পারো নাকি সময় চলে যায় ? চেক করে থাকো নাকি সারাদিন চলে যাওয়ার পরে রাতে গিয়ে চেক করো ? সারাদিনে মাঝে মাঝে চেক করো। যে সময় বুদ্ধি খুব বিজি থাকবে সেই সময় ট্রায়াল করে দেখো যে, এখনই এখনই যদি বুদ্ধিকে এই সব থেকে সরিয়ে নিয়ে বাবার দিকে যুক্ত করতে চাও, তবে সেকেন্ডে যুক্ত হতে পারছে ? এমনিতে তো সেকেন্ডও অনেক বেশী সময়। একেই বলা হয় - কন্ট্রোলিং পাওয়ার । যার মধ্যে কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই, সে রুলিং পাওয়ারের অধিকারী হতে পারে না। স্বরাজ্যের হিসাবে এখন তোমরা হলে রুলার (শাসক), স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে ! এমন নয় যে, চোখকে বললে এটা দেখো আর সে দেখছে অন্য কিছু, কানকে বললে এটা শুনো না অথচ শুনতেই থাকল। একে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বলা যাবে না। কখনো কোনো কর্মেন্দ্রিয় যেন ধোঁকা না দেয় - একে বলা 'স্বরাজ্য' । তো রাজ্য চালাতে শিখে গেছো না ? রাজাকে যদি প্রজা না মানে তবে তাকে নামেই রাজা বলা হবে নাকি কাজের ? আত্মার অনাদি স্বরূপ হলই রাজা, মালিকের। এ তো পরে পরতন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু আদি আর অনাদি স্বরূপ হল স্বতন্ত্র। তো আদি আর অনাদি স্বরূপ সহজে স্মরণে নিয়ে আসা উচিত তাই না ? স্বাধীন (স্বতন্ত্র) নাকি একটু আধটু পরাধীন (পরতন্ত্র)? মনেরও বন্ধন নেই। যদি মনের বন্ধন থাকবে তবে এই বন্ধন আরও অনেক বন্ধনকে নিয়ে আসবে। কত গুলো জন্ম তো বন্ধনে থেকে দেখে নিলে। এখনও বন্ধন ভালো লাগে নাকি ? বন্ধন মুক্ত অর্থাৎ রাজা, স্বরাজ্য অধিকারী। কেননা বন্ধন, প্রাপ্তির অনুভব করতে দেয় না। সেইজন্য সদা ব্রেককে পাওয়ারফুল রাখো, তবে অন্তিমে পাস উইথ অনার হবে অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে এসে যাবে। ফার্স্ট মানে ফাস্ট (দ্রুত), ঢিলাঢালা নয়। ব্রেক যেন ফাস্ট লাগে। যখন পাহাড়ী রাস্তায় যাও, তার আগে ব্রেককে চেক করে নাও তাই না ! তোমরা কতো উঁচুতে যাচ্ছো ! তাহলে ব্রেকও পাওয়ারফুল হওয়া চাই। বারে বারে চেক করো। এই রকম না হয় যে, তুমি মনে করছো ব্রেক তো খুব ভালো আছে, অথচ সময় মতো লাগল না, তবে ধোঁকা খেয়ে যাবে। সেইজন্য অভ্যাস করো - স্টপ বলার সাথে সাথেই স্টপ হয়ে যাবে । রিদ্ধি- সিদ্ধি যারা করে তারা কী করে থাকে ? সিদ্ধি দেখিয়ে থাকে - চলন্ত ট্রেনে স্টপ করিয়ে দিল... ইত্যাদি। কিন্তু এতে লাভ কী হয় ? তোমরা সংকল্পের ট্রাফিককে স্টপ করে থাকো। এতে লাভ অনেক। তোমাদের হল 'বিধির দ্বারা সিদ্ধি' আর তাদের হল 'রিদ্ধি-সিদ্ধি' । ওটা হল অল্প কালের আর এ হল সদাকালের। তাহলে সকলে নলেজফুল হয়ে গেলে। রচয়িতা আর রচনার সম্পূর্ণ নলেজ এসে গেছে। দুনিয়ার মানুষ মনে করে - মাতা'রা কী করবে ! আর মাতা'রা অসম্ভবকেও সম্ভব বানিয়ে দেয়। এই রকম 'শক্তি' তোমরা, তাই না ? আচ্ছা !

বরদানঃ- অন্যদের বিষয়ে রিমার্ক দেওয়ার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তনকারী স্বচিন্তক ভব

কোনো কোনো বাচ্চা (জ্ঞানে) চলতে চলতে একটা খুব বড় ভুল করে ফেলে, তা হল - নিজেই অন্যদের জজ হয়ে যায় আর নিজের উকিল হয়ে যায়। বলবে, তার এই রকম করা উচিত নয়, নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত আর নিজের ক্ষেত্রে বলবে - এটা তো একেবারে সঠিক, আমি যেটা বলি সেটাই রাইট...। এখন অন্যদের বিষয়ে এই রকম রিমার্ক দেওয়ার পরিবর্তে নিজের জজ হও। স্বচিন্তক হয়ে নিজেকে দেখো আর নিজেকে পরিবর্তন করো, তবে বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- সদা প্রফুল্লিত থাকতে হলে প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent

1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;